প্রশ্ন : "কাব্যের আত্মা কনি কিনি বলে যারা আরম্ভ করেছেন, কাব্যের আত্মা রস বলে তারা উপসংহার করেছেন" –উক্তিটির তাৎপর্য আলোচনা কর।

আলোচ্য মন্তব্যের মধ্যে আপাতভাবে একটি বিরোধ বলে মনে হলেও ধ্বনি ও রসের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারলেই, সে বিরোধের অবসান ঘটবে। আমরা সকলেই জানি যে, প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের মধ্যে আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্ত এঁরা ছিলেন ধ্বনিতত্ব ও রসতত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা। কাব্য জগতে ধ্বনির ভাবনা আনন্দবর্ধনের আগেও ছিল। কিন্তু তিনি প্রথম সেই ভাবনাগুলি লিখিত আকারে প্রকাশ করেন, যে ভাবনাগুলি এতদিন ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় ছিল, সেগুলি তিনি সাজিয়ে গুছিয়ে আমাদের উপহার দিয়েছেন তাই ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনার প্রবক্তা আনন্দ বর্ধনই।

এখন এই 'ধ্বনি' বলতে আনন্দবর্ধন কী বুঝিয়েছেন বা বুঝেছিলেন তা সংজেপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কাব্যের আত্মা সন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন শব্দ, অলংকার, রীতি-এগুলির কোনটির মধ্যেই প্রকৃত কাব্য নেই। শ্রেষ্ঠ কাজ তার প্রকৃতি হচ্ছে বিষয়ান্তরে ব্যঞ্জনা তোলা। রমণীদেহের লাবণ্য যেমন তার অবয়ব সংস্থানের অতিরিক্ত অন্যকিছু, তেমনি শ্রেষ্ঠ কবিদের বানীতে এমন কিছু থাকে যা বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায়। এই ছেড়ে যাওয়া অতিরিক্ত কিছুর পারিভাষিক নাম হল 'ধ্বনি'। যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থ প্রকাশ করে। একেই ধ্বনি বলা যেতে পারে। আলোকপ্রার্থী যেমন আলোকলাভের উপায় রূপে দ্বীপশিখার প্রতি যত্নবান হয় তেমনি ব্যঙ্গার্থ বা ধ্বনির প্রাতি যত্নশীল ব্যক্তিও ধ্বনিলাভের উপায় স্বরূপ ব্যঙ্গার্থের প্রতি যত্নবান হবেন।

এই যে ধ্বনি তার আবার কতকগুলি ভাগ রয়েছে। বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি, ভাবধ্বনি, রসধ্বনি। যেখনে বাচ্যার্থ থেকে একটি বিষয়বস্তু ব্যঞ্জিত হয় এবং তা অধিক মনোহারি হয়ে ওঠে তাকে বস্তুধ্বনি বলে। কাব্যবস্তু বা অলংকার যেখানে অপ্রধান বা গৌন হয়ে গিয়ে ভিন্ন অলংকারের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে তাকে অলংকার ধ্বনি বলে। আর ভাবধ্বনি তো সঞ্চারি বা ব্যভিচারি ভাব ধ্বনিতে হয়। কিন্তু এগুলি কোনটিই শ্রেষ্ট ধ্বনি নয়। শ্রেষ্ট ধ্বনি হল রসধ্বনি। অভিনবগুপ্ত যখন শ্রেষ্টধ্বনি হিসাবে রসধ্বনির কথা বলেন তখন রস ও ধ্বনিকে একসঙ্গে রেখে বিচার করতে চান। সুতরাং উভয়ের মধ্যে যে একটা গভীর সম্পর্ক আছে তা বলাই বাহুল্য।

শ্রেষ্ঠ ধ্বনি (রসধ্বনি) থাকে কাব্যের মধ্যে। কিন্তু তাকে আবিষ্কার করে পাঠক। সুতরাং পাঠকের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া ধ্বনি স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভত নয়। গায়কের গান কখনোই একাকী সার্থক হয় না। শ্রোতার সক্রিয় উপস্থিতি গানকে সার্থক করে তোলা। কাব্যের মধ্যে যে বিভাব অনুভাবাদি থাকে তা সহৃদয় সামাজিকের মনে রসের উপলব্ধি ঘটায়। কিন্তু যে কাব্যের মধ্যে প্রকৃতধ্বনি নেই তা কখনোই সহৃদয় সামাজিকের মনে রসের

উপলব্ধি ঘটায় না। অভিনব গুপ্ত বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও ভাবধ্বনির সঙ্গে রসধ্বনির পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে প্রথম তিনটিকে প্রাণের সঙ্গে তুলনা করলেও শেষেরটিকে (রসধ্বনিকে) আত্মা বলেছেন। রসধ্বনিতে বাচ্যের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রধান বা অঙ্গীরূপে রসই ধ্বনিত হয়। বস্তুধ্বনি বা অলংকার ধ্বনিতে বস্তু বা অলংকারের ধ্বনিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু রসের ধ্বনিতে হওয়া বাধ্যতামূলক। সুতরাং রসই কাব্যের আত্মা। বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনি শেষপর্যন্ত পর্যবসিত হয়।

আসলে ধ্বনি থাকে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে। কিন্তু সহৃদয় পাঠক সেই কাব্যপাঠ করে রসের আস্বাদ লাভ করে। অর্থাৎ আরম্ভে যা ধ্বনি ভাবে তাই পাঠকের অন্তরে গিয়ে আস্বাদমান হয়ে ওঠে। তখন তা হয়ে ওঠে রস। তখন আরম্ভের ধ্বনি ও উপসংহারের রসের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কাব্যের মধ্যে ধ্বনি আত্মা রূপে বিরাজ করলেও পাঠকের মনে তৎজাত রসই আত্মা হয়ে যায়। রসকে যেহেতু ধ্বনি হতেই হয় এবং শ্রেষ্ঠধ্বনি যেহেতু রসে পর্যবসিত হয়, তাই ধ্বনি কাব্যের আত্মা এবং রসও কাব্যের আত্মা। এই দুটি বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিংবা এইভাবে বলা যায় রসধ্বনি কাব্যের আত্মা। সুতরাং কাব্যের আত্মা ধ্বনি বলে যারা শুরু করেছিলেন, কাব্যের আত্মা রস বলে তারা উপসংহার করেছেন। সমালোচকের এই মন্তব্যের মধ্যে কোন ভুল নেই।